উদ্ভিদ, ফুল ও ফল

উদ্ভিদ, ফুল ও ফল

উদ্ভিদ

- উদ্ভিদের জীবন আছে কিন্তু তারা চলাফেরা করতে পারে না।
- উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে।
- জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ- শাপলা, কচুরিপানা, পদ্ম ইত্যাদি।
- মরুভূমিতে যেসব উদ্ভিদ জন্মায়- খেজুর, ফনিমনসা, পাম ইত্যাদি।
- সমাঙ্গবর্গ উদ্ভিদের দেহকে মূল কাণ্ড ও পাতায় ভাগ করা যায় না। উদাহরণ- শৈবাল, মস, ছত্রাক ইত্যাদি। এদের মধ্যে শৈবালের দেহে ক্লোরোফিল আছে এবং এরা নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে। ছত্রাকে ক্লোরোফিল থাকে না।
- ইস্ট এক ধরনের ছত্রাক যেটি রুটি শিল্পে, মদ শিল্পে এবং খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ধানের কান্ড পচা ও পাতায় বাদামী রঙের জন্য দায়ী ছত্রাক ।

ফুল

- ফুলের সাধারণত পাঁচটি অংশ থাকে। যথাঃ ১.পুষ্প পত্রাধার, ২.বৃতি ৩.পাপড়ি বা দলমন্ডল, ৪.পুংস্তবক এবং ৫.স্ত্রী স্তবক
- ফুলের সর্ব বাইরের স্তবককে **বৃতি** বলে।
- পুস্তক ও স্ত্রী স্তবক ফুলের অত্যাবশ্যক স্তবক বলে।
- একলিঙ্গ ফুলের উদাহরণ- লাউ, ঝিঙ্গা, কুমড়া ইত্যাদি।
- উভলিঙ্গ ফুলের উদাহরণ- সরিষা, ধুতুরা, জবা ইত্যাদি।
- এক প্রতিসম্ ফুলের উদাহরণ- মটর,শিম, অপরাজিতা ইত্যাদি।
- বহুপ্রতিসম ফুলের উদাহরণ- ধুতুরা, জবা, সরিষা ইত্যাদি।
- অপ্রতিসম ফুলের উদাহরণ- কলাবতী।

- পাতার সাহায্যে প্রজনন করে- পাথর।
- সাকারের সাহায্যে প্রজনন করে- আনারস, পুদিনা, কলা, চন্দ্রমল্লিকা।
- স্ব-পরাগায়ন হয়- টমেটো, সিম ইত্যাদিতে।
- বাতাসের সাহায্যে পরাগায়ন হয়- ধান, গম, ইক্ষু, তাল ইত্যাদি।
- কৃত্রিম পরাগায়ন ঘটায়- লাউ, কুমড়া, কাকরোল, পটল ইত্যাদিতে।

ফল

- নিষেকের পর উদ্ভিদের গর্ভাশয়টি ফলে পরিণত হয়।
- শুধুমাত্র গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে **প্রকৃত ফল** বলে। উদাহরণ- আম, কাঁঠাল ইত্যাদি।
- গর্ভাশয় ছাড়া ফুলের অন্যান্য অংশ থেকে ফল উৎপন্ন হলে তাকে **অপ্রকৃত ফল** বলে। উদাহরণ- আপেল, চালতা ইত্যাদি।
- ফুলের একটি মাত্র গর্ভাশয় থেকে যে ফলের উৎপত্তি হয় তাকে **সরল ফল** বলে। যেমন- আম, কাঁঠাল।
- একটি ফুলের অনেকগুলো গর্ভাশয় থেকে ফল উৎপন্ন হলে এবং গুচ্ছ আকারে বিন্যস্ত থাকলে তাকে **গুচ্ছ ফল** বলে। উদাহরণ- আতা।
- সম্পূর্ণ মঞ্জুরি যখন ফলে পরিণত হয় তখন তাকে **যৌগিক ফল** বলে।উদাহরণ- কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি।
- নিষেক ছাড়া উৎপন্ন ফলকে **পার্থেনোকার্পিক** ফল বলে। যেমন- তরমুজ, আপেল, নাশপাতি, ইত্যাদি।